অমরসিংহ

OR

SHAKSPEARE'S TRAGEDY

OF

HAMLET.

শ্রীপ্রমথনাথ বসু প্রণীত।

" False face must hide what
the false heart doth know "
Macbeth.

" অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌবজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মেগতিঃ ।। "
রঘুবংশং।

কলিকাতা

চিৎপুর রোড্ ২৮৫ নম্বর শোভাবাজার
শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারায়
বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা মহাকবি সেক্‌সপিয়ার কৃত হ্যামলেট্ পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট যে এই অমরসিংহ আদৃত হইবে এ আশা দুরাশা মাত্র। তথাপি ইদানীন্তন সহৃদয় মহোদয়গণের নাট্যরসে অনুরাগ দর্শন করিয়া আমি ইহাকে বঙ্গসমাজ-হস্তে অর্পণ করিতে উৎসাহিত হইলাম। যদি এই অমরসিংহ ক্ষণকালের নিমিত্ত বঙ্গবাসীগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তাহা হইলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

কলিকাতা। বাগবাজার।
১ অগ্রহায়ণ—সন ১২৮১ সাল

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিজয়সিংহ	.....	..... যোধপুরাধিপতি।
অমরসিংহ	.....	বীরেন্দ্রসিংহের পুত্র ও বিজয়সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র।
সুধীর.....	.....	..... মন্ত্রী।
বিনয়	.....	..... অমরসিংহের বন্ধু।
আদিত্য ...	.....	..... সুধীরের পুত্র।
রতিকান্ত	.....	
প্রতাপচন্দ্র	.....	
বিভাণ্ডক	.....	... প্রধান সভ্যগণ।
বিষধর	.....	
পূর্ণানন্দ	.....	
ভূপসিং	.....	
উদয়সিং	.....	... সৈনিক ত্রয়।
জয়সিং	.....	
হরিহর	.....	.... সুধীরের ভৃত্য।

বীরন্দ্রসিংহের ভূত।

মহাবল	......	..... শ্রীনগরের যুবরাজ।

অভিনেতৃবর্গ, সভ্যগণ, সেনাপতি, দূত, ভৃত্য, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বিমলা...	.....	...... রাজ্ঞী, অমরের প্রসূতি
সরোজিনী	.....	..... সুধীরের কন্যা।

অমরসিংহ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যোধপুর।—তুর্গের সম্মুখস্থ কাষ্ঠের বেদী।

জয়সিং দণ্ডায়মান, উদয়সিংএর প্রবেশ।

উদ। (সচকিতে) কেও?

জয়। তুমি কে আমায় পরিচয় দাও?

উদ। আমি হে, চিন্তে পার্চ্চ না?

জয়। উদয় সিং?

উদ। হ্যাঁ।

জয়। তুমিত ঠিক তোমার চৌকীদেবার সময় এসেচ।

উদ। রাত যে তুপুর হয়ে গেচে; তুমি এখনো শুতে যাওনি? যাও যাও শোওগে।

জয়। তুমি ভাই আমায় বাঁচালে। উঃ কি ভয়ানক শীত পড়েচে! বাবা হাড়ে কাঁপিয়ে দিচ্চে।

উদ। কি হে তোমার পাহারার সময়ত কিছু গোল-মাল ঘটেনি?

জয়। গোলমাল! একটী ই দুরও নড়েচে?

উদ। আচ্ছা তুমি যাও; আর তোমার সঙ্গে যদি আমার জুড়িদারদের দেখা হয় তা হলে তাদের শীগ্‌গির আস্‌তে বোলো।

(জয়সিংএর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন।)

(নেপথ্যে পদশব্দ।)

জয়। (স্বগতঃ) আমার বোধ হচ্চে তারা আসচে। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া প্রকাশ্যে) কেও?

বিনয় ও ভূপসিংএর প্রবেশ।

বিন। এই রাজ্যের এক জন বন্ধু।

ভূপ। আর আমি ভূপসিং।

জয়। তোমরা ভাই ভাল!

ভূপ। এখন পাহারায় কে আছে হে?

জয়। উদয় সিং। আমি ভাই চল্লুম।

[জয়সিংএর প্রস্থান।

ভূপ। (উচ্চৈঃস্বরে) উদয় সিং! উদয় সিং!

উদ। কি হে! সঙ্গে আবার কে?

বিন। চিন্তে পারবে না।

উদ। বিনয় বাবু! আসুন আসুন।

ভূপ। কি হে আজ রাত্তিরে সেটাকে দেখ্‌তে পেয়েচ?

উদ। এখন ত পাই নি।

ভূপ। বিনয় বাবু বোলচেন সেটা আমাদের কেবল চোকের ভ্রম। আমরা সেই ভয়ানক মূর্ত্তি দুবার দেখেচি তবু ইনি বিশ্বাস কচ্চেন না তাই আজ এঁকে দেখাবার জন্যে ডেকে এনেচি। আজ একবার এলে হয়, এঁকে তার সঙ্গে কথা কৈতে হবে। কেমন তা হলেই ত আপনার বিশ্বাস হবে?

বিন। দূর! ভূত আবার আচে আর সে আবার আস্‌বে!

উদ। আপনি ভূত মানেন না; বেস কথা। আমরা দুরাত্তিরে যা দেখেচি আপনি শুনুন, দেখি আপনার বিশ্বাস হয় কি না?

বিন। আচ্ছা বল।

উদ। কাল রাত্তিরে যখন ঐ তারাটী আকাশের পশ্চিম ভাগে ঢলে পোড়ে, ঠিক ঐখানে ঝিক্‌মিক কচ্ছিল, আমি আর ভূপসিং—তখন রাত প্রায় একটা—

ভূপ। চুপ কর চুপ কর, ঐ দেখ আস্‌চে।

ভূতের প্রবেশ।

উদ। এর চেহারা ঠিক আমাদের সেই রাজার মতন।

ভুপ। বিনয় বাবু আপনি বিজ্ঞ, আপনিই ওকে কিছু বলুন।

উদ। (বিনয়ের প্রতি) কেমন মশাই, ঠিক সেই রাজার মতন দেখ্‌তে না?

বিন। ঠিক, কিছু ভিন্ন নেই। ওঃ—আমার বুক দুড় ২ কচ্চে; কি আশ্চর্য্য!

উদ। এর সঙ্গে কথা কৈবার কোন আপত্তি নাই। ওর মুখের ভাব দেখে টের পাচ্চেন না?

ভুপ। বিনয় বাবু! ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন্।

বিন। (ভূতের প্রতি) কেও? (ক্ষণেক পরে) কথা কৈচ না যে?

ভুপ। দেখ্‌চ বিরক্ত হয়েচে।

উদ। ঐ দেখ সরে গেল।

বিন। (ভূতের প্রতি) দাঁড়াও, যা জিজ্ঞাসা কল্লুম তার জবাব দাও?

ভুপ। জবাব দেবে! ঐ চলে গেল।

[ভূতের প্রস্থান ও বিনয়ের কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান।]

উদ। কিগো বিনয় বাবু, আপনি যে কাঁপতে লাগলেন; ভয়পেয়েছেন নাকি? কেমন আর আমা-

দের চোকের ভ্রম বোলবেন, এখন বিশ্বাস হয়েচে ত ?

বিন। মাইরি আমি স্বচক্ষে না দেখলে কখনই বিশ্বাস কর্ত্তুম না।

ভূপ। কেমন ওকে বীরেন্দ্র সিংহের মতন দেখচে না ?

বিন। তার আর কথা! ঠিক সেই চেহারা। কি আশ্চর্য্য! আবার দেখেচ তিনি যে পোশাক পরে শ্রীনগরের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এর গায়েও সেই পোশাক! আর তিনি রাগান্বিত হলে যেরূপ মুখভঙ্গী কর্ত্তেন এও সেইরূপ কল্লে।

ভূপ। গত দুরাত্রে যখন আমরা পাহারা দিচ্ছিলুম, উনি ঠিক এই সময় আমাদের সুমুখ দিয়ে বীরের মতন চলে গেছলেন।

বিন। আমাদের ভাগ্যে যে কি আছে তা বোলতে পারি নি। যাহোক রাজ্যে কোন দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।

ভূপ। আচ্ছা আপনি বোলতে পারেন আমাদের দেশে এত হুলস্থুল পড়ে গেছে কেন? আমাদের এত সাবধান হয়ে পাহারা দিতে হচ্চে আর এত অস্ত্র শস্ত্রের আমদানি হচ্চে ?

বিন। আমি যা জনরব শুনেচি তাই বোলতে পারি; শ্রীনগরের রাজা বীরেন্দ্র সিংহের নিকট কতক গুলি দেশ হারেন। সেই গুলি উদ্ধারের জন্যে শ্রীনগরের যুবরাজ চেষ্টা কচ্চেন। তাঁর এ আশা যত সফল হবে তাত দেখতেই পাচ্চি। কেবল সৈন্যগুলি খোয়াবেন আর কি। যুদ্ধ হবে বোলেই এত হুলস্থুল পড়ে গেচে।

উদ। আমারও ঐ কারণ বোধ হচ্চে। তার সাক্ষি আমাদের মৃত মহারাজের অস্ত্রধারণ করে আসবার আবশ্যক কি, কেবল তিনিই এই যুদ্ধের আদি কারণ বোলেই না?

বিন। ভূতগুল বড় আপুদে জিনিস্। ওরা এলেই একটা না একটা বিপদ ঘটে। আমি শুনেচি দুর্য্যোধনের মৃত্যুর পূর্ব্বে হস্তিনাপুরের পথে পথে ভূতগুল গোলমাল করে বেড়াত; ধূমকেতু, রক্তবৃষ্টি, সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ আরো কত শত অমঙ্গল সূচক ঘটনা ঘটেছিল।

ভূতের পুনঃ প্রবেশ।

চুপ চুপ, ঐ দেখ আবার আসচে। আমি মরি আর বাঁচি ওর কাছে যাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ভূতের প্রতি) তুমি কি বীরেন্দ্র সিংহ? এবার কথা না কৈলে ভারি গোল বাধ্‌বে।

(নেপথ্যে কুক্কুট রব।)

(ভূপসিংএরপ্রতি) ভূপসিং ওকে থামাও।

ভূপ। (অসি নিষ্কাশিত করিয়া) মারবো না কি?

বিন। কাজেই যদি না দাঁড়ায়।

উদ। ঐ হেতা।

বিন। ঐ হোতা গেল।

[ভূতের প্রস্থান।

ভূপ। কৈ আর ত নেই! আমাদের ওকে তাড়াতাড়ি করা ভাল হয় নি ওর গায়ে কি আঘাত লাগে ও হাওয়া বইত নয়! আমাদের হুড়হুড়িই সার হোল।

উদ। কথা কয় কয়, এমন সময় কুঁকড় ডেকে উঠল।

বিন। আর তখনি ও চোরের মতন ভয়ে পালিয়ে গেল দেখেচ? আমি শুনেচি সকাল হলে ভূতেরা আগুনেই থাক আর জলেই থাক যেখানে থাকুক না কেন আপনাদের কারাগারে ফিরে যায়। তাত দেখতে পেলে? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) এই যে সকাল হয়ে পড়লো;—

উদিল অরুণদেব রক্তবস্ত্র পরি।
নিশির শিশির সিক্ত পূর্ব্ব শৈলোপরি॥

চল এখন আমরা যুবরাজ অমরকে এবিষয় জানাইগে। এ আমাদের সঙ্গে কথা কৈলে না কিন্তু

তাঁর সঙ্গে কথা কৈতে পারে। যুবরাজ আমাদের ভাল বাসেন, তাঁকে এটি জানান উচিত, কি বল?

ভূপ। অবশ্য তার আর কথা! আমি জানিগে তাঁর সঙ্গে কোথায় ভাল করে কথা হতে পারে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোধ পুরের রাজবাটীর ... ঘর।

বিজয়সিংহ, বিমলা, অমরসিংহ, সুধীর, আদিত্য, প্রতাপচন্দ্র, রতিকান্ত এবং অন্যান্য সভ্যগণ আসীন।

বিজ। যদিও আমার প্রিয় ভ্রাতার মৃত্যু অদ্যাপি অমরের হৃদয় হতে অপনীত হয় নি আর যদিও আমাদের বিষাদে মগ্ন থাকা উচিত তথাপি দুরূহ প্রজা শাসন ভার মনে আন্দোলন করে, আমরা সেই দুঃখকে জ্ঞানীলোকের ন্যায় দমন কর্ত্তে বাধ্য হয়েছি। সভ্যগণ! আমি আপনাদের জ্ঞানগর্ভ অনুমতি ক্রমে আমার শালিকে এই

বীরজননী রাজ্যের অধীশ্বরী করে বিবাহকরেচি। কিন্তু আমার ভ্রাতার মৃত্যু হওয়াতে এই বিবাহ করে সম্পূর্ণরূপ সুখী হতে পারিনি। এক্ষণে বক্তব্য এই যে শ্রীনগরের যুবরাজ মহাবল আমাদের সৈন্যসামন্ত অল্প বিবেচনা করে তাঁর পৈতৃক দেশ সকল উদ্ধারের জন্য আমাদের যুদ্ধে আহ্বান করেচেন। সেই জন্য আমি তাঁর খুড়াকে পত্র লিখিলাম যে তিনি যুবরাজকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হতে বলেন। তিনি বোধ হয় কুমারের এ সকল আচরণের বিষয় শোনেন্‌নি তাই পূর্ব্বেই নিষেধ করেন নি। তিনি নিষেধ কল্লে মহাবল কখনই আমাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কর্ত্তে পারবেন না; কেননা তাঁর নিজের কোন সৈন্য নাই, বৃদ্ধ নরপতির প্রজারাই তাঁকে সাহায্য কর্চ্চে। প্রতাপচন্দ্র আর রতিকান্ত এই পত্র নিয়ে যাবেন। (প্রতাপ ও রতিকান্তের প্রতি) আপনারা বৃদ্ধ নরপতিকে আমার নমস্কার জানিয়ে এই পত্র দেবেন আর এ বিষয়ে যা যা আবশ্যক তাও করবেন।

প্রতা, রতি। যে আজ্ঞে। আমরা তবে চল্লুম।

[প্রতাপ ও রতিকান্তের প্রস্থান।

বিজ। আদিত্য! তুমি না আমার কাছে কি প্রার্থনা করবে বলেছিলে? তুমি যা চাইবে তাই পাবে। আমার বুদ্ধি বলো, বল বলো, সকলি তোমার পিতা; তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?

আদি। মহারাজ! আমি আপনার রাজ্যাভিষেক দেখবার জন্য এখানে এসেছিলুম একক্ষণে আপনার অনুমতি পেলে পুনরায় অযোধ্যায় যাই।

বিজ। (আদিত্যের প্রতি) তোমার পিতার মত হয়েচে? (সুধীরের প্রতি) মন্ত্রি কি বল?

সুধী। আজ্ঞে আমাকে অনেক করে রাজি করেছে। এখন মহারাজের অনুমতি সাপেক্ষ।

বিজ। আদিত্য! তবে তুমি শুভক্ষণে যাত্রা কোরো। দেখ সেখানে বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। (অমর সিংহের প্রতি) অমর! তোমায় এত অসুখী দেখচি কেন?

অম। বিলক্ষণ মহারাজ, আমি আপনার অনুগ্রহে সুখে আছি।

বিম। অমর! বাছা দুঃখ করে কি হবে! তুমি কাঁদলে কি আর তোমার পিতাকে পাবে? এত ধরাই আছে যে জন্মালেই মৃত্যু হবে।

অম। মা! আপনি যা বলচেন তা সত্য।

বিম। তবে বাছা তোমায় এত বিমর্ষ দেখচি কেন?

অম। মা! কাঁদলেই কি বিমর্ষ হয়ে থাকলেই কি দুঃখ প্রকাশ হয়! এ সব দুঃখের বাহ্যিক চিহ্ন বইত নয়। আমার মনে যে কি হচ্চে তা আর কি বোলব!

বিজ। অমর! তোমার সম্ভবমত শোক করা উচিত। এ রকম স্ত্রীলোকের ন্যায় শোক করা কি পুরুষের উচিত? তোমার পিতার পিতার ও ত এক সময় কাল হয়েছিল কিন্তু তিনি কি তোমার মতন এত দিন শোকাকুল ছিলেন? কখনই না। ছি ছি এ রকম দুঃখ কল্লে ঈশ্বরের অপমান করা হয়। যখন জানা যাচ্চে যে জন্মালেই মৃত্যু তখন মৃত্যুর জন্য শোককরা জ্ঞানীলোকের উচিত নয়। তুমি এই বৃথা শোক পরিত্যাগ করে আমাকেই পিতার মতন ভক্তি কর, আমি প্রাণ ত্যাগ কল্লে তুমিই রাজা হবে। আর তুমি জয়পুরের বিদ্যালয়ে যেওনা আমাদের কাছে থাকলেই আমরা সুখী হই।

বিম। বাছা মার কথা রাখ, জয়পুরে যেওনা, আমাদের কাছে থাক।

অম। মা! আমার প্রাণ থাকতে আপনার অবাধ্য হব না।

বিজ। অমরের কথা শুনে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েচি। প্রিয়ে! এস আমরা আমোদ প্রমোদ করিগে।

(অমরসিংহ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।)

অম। এই সব আমায় স্বচক্ষে দেখতে হচ্চে। এখনি কেন প্রাণত্যাগ করিনা?—না—আত্মহত্যা মহাপাপ! আত্মহত্যা কর্লে যে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হব তার আর সন্দেহ নাই। হায়! পৃথিবীর কুৎসিত-রীতিতেই সর্ব্বনাশ হল! এমন হবে তা স্বপ্নে ও জান্তেম না! সবে একমাস তাঁর মৃত্যু হয়েচে এরমধ্যে পুনরায় বিবাহ হয়ে গেল! তিনি মাকে কত ভাল বাসতেন! হায়! তাঁর কথা মনে হলে দুঃখ হয়! কথায় বলে সুখ বাড়ালেই বাড়ে; মার তাই হয়েচে। এক মাসই যাক্—দুর হোক আর ভাব্‌বো না—চাঞ্চল্য! তোমারি নাম স্ত্রীজাতি! কি আশ্চর্য্য স্ত্রীলোকের মন কখন্ যে কার উপর পতিত হয় তা বলা যায় না! হায় জ্ঞানহীন পশুও বোধ হয় আরো অধিক কাল শোকাকুল থাক্‌ত! চোকের জল অপনীত না হতে হতেই মা পুনরায় বিবাহ কল্লেন! কেবল অগম্য শয্যায় শয়নের জন্যেই

কি এত শীঘ্র বিবাহ হল? হৃদয়! তুমি এখনো বিদীর্ণ হচ্চ না?

বিনয়, উদয়সিং ও ভূপসিংএর প্রবেশ।

বিন। যুবরাজের কুশলত?

অম। তুমি ভাল আছ?

বিন। যেমন দেখ্‌তে পাচ্চেন।

অম। তুমি যে বড় জয়পুর থেকে এয়েচ?

বিন। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েচি, তাই এখানে এলুম।

অম। তোমার শত্রুরাও একথা বোল্‌তে পারেনা। বলনা কেন এয়েচ?

বিন। আপনার পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এসেছিলুম।

অম। আমাকে ভাই উপহাস কর কেন? মার বিবাহ দেখতে এসেছিলে?

বিন। হ্যাঁ সেটাও পিটপিটি হয়েছে বটে।

অম। খরচ বাঁচাবার পন্থা বইত নয়! শ্রাদ্ধের জন্য যে সকল খাদ্য আয়োজন হয়েছিল সেই গুলি বিবাহের ভোজে লেগে গেল। সে দিন দেখার চেয়ে আমার মরণ ছিল ভাল! বিনয়! যেন ভাই আমি পিতাকে দেখ্‌তে পাচ্চি।

বিন। কোথায়?

অম। আমার মনে তাঁর চেহারা এম্‌নি গাঁথা রয়েচে।

বিন। কাল রাত্রে আমি যেন তাঁকে দেখেছি।

অম। দেখেচ! কাকে?

বিন। আপনার পিতাকে।

অম। (সাশ্চর্য্যে) আমার পিতাকে!

বিন। আমি যা বলি আপনি একটু স্থির হয়ে শুনুন। (ভূপসিং ও উদয় সিংকে দেখাইয়া। এরা দুজন ও আমার সাক্ষী আছে।

অম। আচ্ছা বল, বল।

বিন। ঠিক রাত দুপুরের সময় ভূপসিং আর উদয়সিং পাহারা দিতে২ তাঁকে দুরাত্তিরে দেখতে পায়। তাঁকে আপাদ মস্তক সাজোয়া পরা দেখে এরা ভয় পেয়ে কিছু বলতে পারে নি। তার পর আমায় চুপি২ বল্লে তৃতীয় রাত্রে আমি এদের সঙ্গে পাহারা দি। এরা যা বলেছিল তাই ঘটলো আমি আপনার পিতাকে জাস্তম দেখেই চিনলুম

অম। কোথায় দেখলে?

ভূপ। গড়ের সুমুখে।

অম। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর্লেনা?

বিন। আমি জিজ্ঞাসা করে ছিলুম কিন্তু জবাব পাইনি তার পর তিনি কথা কবার উপক্রম করেছিলেন কিন্তু তখনি কুকঁড়োর ডাক শুনে কোথায় গেলেন আমরা আর দেখতে পেলুম না।

অম। কি আশ্চর্য্য ! আজ রাত্রে কি তোমরা পাহারা দেবে ?

সকলে। দোবো বইকি।

অম। আপাদ মস্তক সাজোয়া পরা ছিলনা বল্লে ?

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অম। তবে তোমরা তাঁর মুখ দেখ্তে পাওনি ?

বিন। মুখ দেখ্তে পেয়ে ছিলুম বই কি। তাঁর মুখের ঢাকাটা তোলা ছিল।

অম। তাঁকে কি ক্রোধান্বিত বোধ হল ?

বিন। তাঁকে বিমর্ষই দেখ্লুম অনেকক্ষণ আ·ন দিকে চেয়েছিলেন

অম। হায় ! আমি যদি সেখানে থাকৃতুম।

বিন। তাহলে আপনি অত্যন্ত বিস্মিত হতেন।

অম। হতেপারে ; তিনি কতক্ষণ ছিলেন ?

বিন। বেশী তাড়াতাড়ি করে না গুন্লে একশ গুন্তে যত দেরি লাগে।

ভূপ। না, না, আরো বেশীক্ষণ।

বিন। আমি যখন দেখেছিলুম তখনত নয়।

অম। আমি আজ তোমাদের সঙ্গে পাহারার সময় থাকৃব। আজো আস্তে পারেন ?

বিন। নিশ্চয় আস্বেন।

অম। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু আজ তাঁর

সঙ্গে কথা কব। তোমরা এ বিষয় প্রকাশ কোরো না। আমি রাত ১১টা দুপুরের মধ্যেই তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বো।

সকলে। যে আজ্ঞে।

(ভুপসিং উদয়সিং ও বিনয়ের প্রস্থান।)

অম। পিতা ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়ে সশস্ত্রে আস্‌চেন! গতিক ভাল নয়। তাঁর কখনই সহজ মৃত্যু হয় নি।

দুষ্কর্ম্ম কখন নাহি থাকে লুপ্ত ভাবে।
গ্রাসিলেও ধরা তারে প্রকাশ পাইবে॥

(অমরসিংহের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুধীরের বাটীর এক ঘর।

আদিত্য ও সরোজিনীর প্রবেশ।

আদি। আমার সব জিনিস রওনা হয়েচে; আমি তবে আসি। দেখ সুবিধা হলে মধ্যে২ আমায় পত্র লিখ।

সরো। দাদা তাওকি আপনি সন্দেহ কচ্চেন?

আদি। আর দেখ অমর যে তোমায় আন্তরিক ভাল-বাসে তা মনের কোণেও স্থান দিওনা। যৌবনের রীতিই ঐ। ফুলটি ফুটলেই গন্ধ বেরোয়, শুকিযে গেলে কি আর গন্ধ থাকে? অমরের প্রণয় ও ঐ রূপ।

সরো। না, না, তিনি সে রকমের লোক নন্।

আদি। হুঁঃ—সে রকমের লোক নন্। তুমিও যেমন খেপেচ। মানুষের যেমন শরীরটি বাড়ে তেমনি আশাও বাড়ে। এখন তাঁর মনে কোন কুভাব না থাক্‌তে পারে কিন্তু তাবলে তাঁকে বিশ্বাস কি? তিনি হলেন রাজপুত্র, রাজার মত না হলে কি তিনি তোমায় বিবাহ কর্ত্তে পার্ব্বেন? কখনই না। আর তুমিই কেন এটা বিবেচনা কর না যে তিনি ভুজং ভাজাং দিয়ে এখন তোমাকে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার কল্লেন্ তারপর রাজার মত না হওয়াতে তিনি তোমায় বিবাহ কর্ত্তে পাল্লেন না তখন তোমার কতদূর অপমান আর কি দুর্দশা হবে? এজন্য খুব সাবধানে থেকো, তাঁর সুমুখেও বেরিও না। সতীও যদি চাঁদের সুমুখে গায়ের কাপড় খোলে তা হলেও লোকের তার উপর সন্দেহ হয়। কথায় বলে সাবধানের মার নেই।

সরো। আপনি আমায় যা যা বল্লেন আমি তার একটু এদিক ওদিক কর্ব্বোনা। কিন্তু আপনিও যেন অযোধ্যায় সাবধানে থাকেন।

আদি। আমার জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবেনা। ইঃ—অনেক দেরি করে ফেল্লুম (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই যে পিতা আস্‌চেন; ভাল যাবার পূর্ব্বে আবার একবার দেখা হল।

(সুধীরের প্রবেশ।)

সুধী। আরে আদিত্য তুমি এখনো দেরি কর্‌চো, তোমার লোকজন অপেক্ষা করে রয়েচে। দেখ এই কটি কথা বেস করে মনেরেখঃ—মনের ভাব কখন প্রকাশ কোরোনা; বিবেচনা না করে হঠাৎ কোন কাজ কোরোনা; বন্ধু ছাড়া যার তার সঙ্গে আলাপ রেখনা; কলহ কোরোনা যদি করোত ভাল কোরেই কোরো; পোশাক দামি গোচের কোরো কিন্তু জাঁকজমুকে যেন না হয়, কেননা পোশাক দেখ্‌লেই লোক চেনা যায়। ধার দেয়াও মন্দ, নেয়াও মন্দ; কেননা ধার দিলে টাকাও যায় বন্ধুও যায়, আর ধার নিলে একটি পয়সাও বাঁচে না। আর দেখ বাপু সৎলোকের মতন চোলো কারুর সঙ্গে চাতুরি কোরোনা।

আদি। যে আজ্ঞে আমি আসি।

সুধী। হ্যাঁ এস, আর দেরি কোরোনা।

আদি। (সরোজিনীর প্রতি) যা বলে গেলুম তা মনে রেখ।

সরো। তা আর বোল্‌তে?

(আদিত্যের প্রস্থান।)

সুধী। সরোজিনি! আমি আঁসবার পূর্ব্বে তোমাদের কি কথা হচ্ছেল?

সরো। (সলজ্জভাবে) আজ্ঞে—যুবরাজ-(অর্দ্ধোক্তি)

সুধী। হ্যাঁ২ ভাল কথা মনে হোলো। আমি শুনলুম তুমি নাকি যুবরাজের সঙ্গে নির্জ্জনে কথাবাৰ্ত্তা কও! ছিঃ আমার মেয়ে হয়ে তোমার এ রকম করা ভাল নয়। এতে লোক তোমাকেও দুষবে আমাকেও দুষ্‌বে। আসোল ব্যাপার খানা কি?

সরো। (সলজ্জভাবে) তিনি আমায় স্নেহ-(অর্দ্ধোক্তি)

সুধী। স্নেহ? তুমি যে কোচি মেয়ের মতন কথা কৈতে নাগলে। “তিনি আমায় স্নেহ করেন, ভাল বাসেন” এসবকি কাজের কথা? আচ্ছা তাঁর কথায় তোমার বিশ্বাস হয়?

সরো। তিনি আমার কাছে দিব্যি করেচেন যে তিনি আমায় বিবাহ কর্ব্বেন।

সুধী। আ পাগলি ওত দিব্যিনয়, তোমার মতন বোকা পাকি ধরবার ফাঁদ। রক্ত গরম হলে কি মুখে দিব্যি আট্‌কায়? যাহোক তুমি ওসবে ভুলনা। যুবরাজের কি? তিনি হলেন ব্যাটা-ছেলে, যা খুসি তাই কর্ত্তে পারেন তা বলে তুমিত তাঁর মতন যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পার্বেনা? এইবার অবধি সাবধান হও, তাঁর সঙ্গে কথা কৈওনা আর তাঁর সুমুকেও বেরিও না। এস এখন যাই।

সরো। আচ্ছা চলুন।

(সুধীর ও সরোজিনীর প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দুর্গের সর্থমুক্ষ বেদী।

ভুপসিং, বিনয় ও অমরসিংহের প্রবেশ।

অম। উঃ—ভারি শীত পড়েচে।

বিন। আমার হাড়েহ যেন ছুঁচ দিয়ে বিধঁচে।

অম। এখন রাত কত?

বিন। বোধ হয় এখনো দুপুর বাজেনি।
ভূপ। অজ্ঞে না।
বিন। যা হোক্, সময় প্রায় হয়ে এল।

(নেপথ্যে বাদ্য ও তোপধ্বনি)

এমন সময় যে বাজনা বাজ্চে আর তোপ হচ্চে ?
অম। রাজা মদের পিঁপে পার কচ্চেন আর কি। একং বার মদ খাচ্চেন আর অমনি বাজনা বাজ্চে আর তোপ হচ্চে।
বিন। এই রকম প্রায়ই হয়ে থাকে বুঝি ?
অম। হ্যাঁ। আমি বলি ও খাওয়ার চেয়ে না খাওয়া ভাল। উনি মদ খান বোলে আমাদেরও লোক মাতাল বলে। হাজার কেন আমরা সৎকর্ম্ম করিনা, ঐ বদ্‌নামে সব ঢেকে যায়। জানইত ভাই, এক কলসি দুদে এক ফোঁটা বিষ পড়্লে সব নষ্ট হয়ে যায়।

(ভূতের প্রবেশ।)

বন। যুবরাজ ! ঐ দেখুন, আস্‌চে !
অম। (স্বগতঃ) পরমেশ্বর রক্ষাকর। ইনি ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ যেই হোন্ আমি কথা কৈ। (ভূতের প্রতি) পিতঃ ! বহুদিন হোলো, আপনি প্রাণত্যাগ করেছেন, তবে আবার এই ঘোর

রাত্রে সাজোয়া পরে কি প্রকারে এলেন? বলুন? আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনা।

(ভূতের হস্তদ্বারা অমরসিংহকে আহ্বান)

বিন। ঐ আপনাকে হাত দিয়ে ডাক্‌চে। বোধ হয় ও আমাদের সাক্ষাতে কিছু বল্‌বে না।

ভূপ। কেমন হাত নেড়ে ডাক্‌চে দেখেচেন? মশাই বড় এগুবেন্ না।

বিন। গেলেই মারা পড়বেন।

অম। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কৈ এখনত কিচ বল্লেন না তবে আমি ওঁর সঙ্গে যাই। (যাইতে উদ্যত)

বিন। (বাধা দিয়া) না, না আপনি করেন কি? ভূতকে কি বিশ্বাস আছে; ও হয়ত আপনাকে জলে নিয়ে ফেল্‌বে না হয় পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে এমনি ভয় দেখাবে যে আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন্।

অম। ঐ দেখ আবার আমাকে ডাক্‌চে। (ভূতেরপ্রতি) আপনি চলুন আমি যাচ্চি। (যাইতে উদ্যত)

ভূপ। (অমরের হস্ত ধরিয়া) আপনাকে আমরা কখনই যেতে দেব না।

অম। (ক্রুদ্ধ হইয়া) এখনি হাত ছেড়ে দে।

বিন। আপনি আমাদের কথা শুনুন, তা না হলে, কখনই ছাড়বো না।

অম। (সক্রোধে) আমার যা কপালে আছে তাই হবে, এখনি আমার হাত ছেড়ে দে। (সজোরে হস্ত ছাড়াইয়া) এবারে যে আমায় ধর্‌বে আমি তাকে মেরে ফেল্‌ব।

(ভূতের প্রস্থান ও অমরসিংহের তৎপশ্চাদ্ধাবন)।

বিন। পিতার মূর্ত্তি দেখে যুবরাজ মরিয়া হয়ে গেচেন।

ভূপ। উঁকে একলা যেতে দেওয়া ভাল হল না, চলুন আমরাও যাই।

বিন। আচ্ছা চল দেখা যাক কি হয়?

(ভূপসিং ও বিনয়ের প্রস্থান।)

(ভূত ও অমরসিংহের পুনঃ প্রবেশ।)

অম। যা বল্‌তে হয় এই খানেই বলুন; আর আমি যাব না।

ভূত। শুন বাছা মন দিয়া আমার কাহিনী।
এক দিন দিবাভাগে, উদ্যান মাঝারে,
সুখের শয়নে আছি, রাজকার্য্য সাধি,
এ হেন সময়ে, প্রবেশিল তথা, মম
নরাধম ভ্রাতা, হস্তে তার বিষপাত্র,
হরিতে আমার প্রাণ, আর যোধপুরী।

নিদ্রাবশে আছি আমি, দেখিয়া ঘাতুক,
দিল ঢালি মম কর্ণে সেই বিষরস ;
তখনি জমিল রক্ত : অম্ল-রস-যোগে
যথা জমে দুগ্ধ, হায় ! মহাব্যাধি সম
উদিল বর্ত্তুল-চয় এ সুন্দর দেহে ;
ডুবিল জীবন-তরি অপঘাত-ঝড়ে।
সাধি কার্য্য দুরাচার, কৃতঘ্ন, কামুক,
লভিল রাজ্ঞীর মন, ভুঞ্জিতে তাহারে।
তোর মাতা যত সতী প্রকাশিল কাজে,
প্রণয়ের প্রতি শোধ দিল ভাল মোরে।
অপঘাত-মৃত্যু-বশে লভি ভূত-যোনি,
ঘুরিয়া বেড়াই নিত্য ঘোর নিশা-কালে ,
দিবা-ভাগে দহে অঙ্গ অগ্নি-কারাগারে,
পিপাসা আসিয়া দেয় দ্বিগুণ যাতনা।
কত পাপ করিয়াছি জীবন-সময়ে,
প্রায়শ্চিত্ত সে সবার হতেছে এখন,
কত যে যাতনা সহি, বর্ণিতে নিষেধ,
শুনিলে তিলেক তার, শোনিত শুকাবে ,
তারা কারা তারা তোর পড়িবে খসিয়া ;
দাঁড়াইবে কেশ তোর মস্তক উপরে,
সজারু রাগিলে যথা উঠে তার কাঁটা,
অথবা কদম্ব সম বরিষা-আগমে।

তুমি আমায় পরিত্যাগ করে চল্লে তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?

অম। বিনয়! ভাই দুঃখ কর্লে আর কি হবে। তুমি প্রাণত্যাগ কোরো না। যুবরাজ মহাবলকে আমি এই রাজ্য প্রদান কর্লুম। তিনি এলে তুমি তাঁকে আমাদের দোষগুণ বোলে এই অকাল মৃত্যুর সংবাদ দিও। হায়! পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে। আর আমি তোমার চিরপরিচিত বদনমণ্ডল দেখ্‌তে পাচ্চি না। আমার শরীর কেমন কর্চে। আমায় বিদায়—

(মৃত্যু)

বিন। (ক্রন্দন করিতে২) হা প্রিয়মিত্র! তোমার শেষ এই দশা হল। কোথায় আজ তুমি সিংহাসনে বোস্‌বে, না তুমি পাষণ্ডদের কুচক্রে জীবন পরিত্যাগ করে, ধরাশায়ী হলে। তোমার মধুর বাক্য আর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্বে না। হায়২! তোমার জীবন অঙ্ক শেষ এইরূপে পরিণত হল।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।